বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

ঢাকা শহরের ফুটপাতবাসীর জীবনযাত্রার ধরনঃ তিন দশকের বাস্তবতা

আনোয়ারা বেগম*

১। ভূমিকা

ফুটপাত ও রাস্তার পাশে বসবাসকারী, ভাসমান, গৃহহীন, শিকড়হীন, ছিন্নমূল ও ভবঘুরে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নাম রয়েছে শহরে বসবাসকারী এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর কিন্তু সবার পরিচয় একটিই আর সেটি হচ্ছে এরা সবাই গৃহহীন। শহরাঞ্চলে অভিজাত জীবনের পাশেই বসবাসকারী কিন্তু মাথার উপরে ছাদবিহীন এই সব প্রান্তিক মানুষরাই হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি এবং তাদের রাস্তায়, ফুটপাতে, রেলওয়ে স্টেশনে, বাস/ট্রাক স্ট্যান্ডে, লঞ্চ/ফেরি ঘাটে, ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনের নীচে/পাশে, পার্কে, ওভারব্রীজে, বাজার/মার্কেটের খোলাস্থানে এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ের আশেপাশের স্থানগুলোতে প্রায়সময় শুয়ে-বসে থাকতে দেখা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহরের ফুটপাতে বসবাসকারী এই ধরনের বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠী দেখা যায়, এছাড়াও এইসব ছিন্নমূল শ্রেণিকে কিছু কিছু উন্নত দেশে গৃহহীন অবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যায়। শহরের স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের তালিকার মধ্যে একেবারেই নিম্নতম স্তরে অবস্থানকারী ফুটপাতে বসবাসকারী এ সকল জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করা যায় এমনভাবে যারা ন্যূনতম আশ্রয়, প্রয়োজনীয় খাবার ও নিরাপদ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসুবিধা, শিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও অন্যান্য জরুরি সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়ে থাকে। মানসিক, শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের মতো সার্বক্ষণিক ভয়-ভীতি নিয়ে তারা এক ধরনের অনিরাপদ ভীতিকর জীবন কাটায় (Ahmed, Hossain, Khan, Islam, & Kamruzzaman, 2011)। গৃহহীন ছিন্নমূল নারীরা প্রায়শ লিঙ্গ বৈষম্যের শিকারও হয় (Koehlmoos, Uddin, Ashraf & Rashid, 2009)। সামগ্রিকভাবে ফুটপাতে বসবাসকারী ছিন্নমূল নাগরিকরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অধিকারের ক্ষেত্রে চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোপুরি বঞ্চিত অবস্থায় থাকে (Shil et al. 2013; Chaudhuri, 2013)।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার (১৯৪৮) সনদের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য সুবিধার অধিকার নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের বেশির ভাগ শহরে গৃহহীনতা একটি দীর্ঘস্থায়ী ও প্রায়শ দৃশ্যমান বিষয়ে পরিণত হয়েছে (Ghosh, 2019)। এ বিষয়ে Busch-Geertsema, Culhane and Fitzpatrick (2016) কর্তৃক প্রস্তাবিত গৃহহীনতা তথা বাস্তুহারা সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আন্তজাতীয় প্রচেষ্টা একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সম্পূর্ণরূপে তিনটি ভিন্ন ধারায় ছিন্নমূল ব্যক্তিরা গৃহহীন বা বাস্তুহারা হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিবিশেষ, অস্থায়ীভিত্তিতে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিবিশেষ এবং অপর্যাপ্ত ও অনিরাপদ

* গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।
এই প্রবন্ধের ইংরেজি সংস্করণে কাজী জুবায়ের হোসেন সহযোগী লেখক হিসেবে ছিলেন।

আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিবিশেষ। তাঁদের মতামত অনুযায়ী, বৈশ্বিক পর্যায়ে অধিকতর কার্যকরভাবে গৃহহীনতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রথম দুই ধরনের ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিতে হবে। তৃতীয় শ্রেণির সমস্যা মোকাবেলার বিষয়টি জাতীয় এবং সুনির্দিষ্ট কোনো স্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেহেতু লোকজন একটি শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে পরিবর্তিত হতে পারে সেহেতু এই বিষয়গুলো কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যাহোক, যেহেতু ফুটপাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর গৃহহীন পরিস্থিতি প্রায়শ এবং সহজে দৃশ্যমান হয়, সেহেতু তাদেরকে সহজেই গৃহহীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (Zufferey &Yu, 2018)।

উত্তর-বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলের বা দেশের গৃহহীনদের তথ্যাবলি যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কিন্তু দক্ষিণ-বিশ্বের মাত্র গুটিকয়েক দেশে এ সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায় (Busch-Geertsema et al., 2016)। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে গৃহহীনদের সংজ্ঞা দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, চীনে গৃহহীনদের নিয়ে কোনো ধরনের তথ্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না (Qiu & Zufferey, 2018) অথচ ফিলিপাইনে ফুটপাতে বসবাসকারীদের গৃহহীন বা বাস্তুহারা হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Nicolas & Gray, 2018)। দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু ভারত ও বাংলাদেশে আদমশুমারির (PIB, 2021: BBS, 2015) মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশে শুধু মোটাদাগে সম্পাদিত গবেষণা ব্যতীত গৃহহীন মানুষ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য খুবই সীমিত পর্যায়ে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, স্থানচ্যুতি, অযাচাইকৃত স্থানে পুনর্বাসন ব্যবস্থা, বাসস্থান ব্যয় নির্বাহে অক্ষমতা ইত্যাদি গৃহহীন লোকদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা (Ghosh, 2019; Goel & Chowdhary, 2018) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে এটি চিহ্নিত হওয়া জরুরি যে, স্থানান্তর বা জায়গা বদলই যে গৃহহীন হওয়ার একমাত্র কারণ তা নয় কিন্তু এটি গৃহহীন হতে শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার একটি অংশ (Speak, 2019)। সকল গৃহহীন লোক মাত্রই যে স্থানান্তরিত হয়েছে তা নয় আবার সকল স্থানান্তরিত লোকই যে গৃহহীন তাও নয়।

বিগত ২৫ বছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (World Bank, 2022)। একই সময়ে ঢাকা শহরে ভাসমান লোকের সংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক অর্থ্যাৎ ১৫ হাজার থেকে ৭.৫ হাজারে এসেছে (BBS, 1999; 2015; 2022)। এরকম একটি প্রবৃদ্ধির কারণে মনে করা যেতেই পারে, ফুটপাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অর্ধেক সংখ্যক তাদের পূর্বের গৃহহীন অবস্থান থেকে হয় বস্তি এলাকা নতুবা তাদের পুরোনো অবস্থানে বা নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়েছে যা বর্তমানে পূর্বের অবস্থার চেয়ে বেশি উন্নত ও সুবিধাসম্পন্ন। যাহোক, অপর অর্ধেক অংশ যারা বস্তি বা অনুন্নত জায়গায় বসবাস করছে এখন পর্যন্ত, তাদের বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে অবতারণা হতেই পারে আর তা হচ্ছে, এরকম একটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরেও তাহলে কেন তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটল না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ বাস্তুহারা মানুষদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আবাসন ব্যবস্থা, বসবাসের স্থান পরিবর্তনের ফলাফল, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং ঢাকা শহরের ফুটপাতে বসবাসকারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের অসংগতি ইত্যাদি নিরীক্ষা করে দেখা হয়। ফুটপাতে বসবাসকারী গৃহহীনদের জীবনধারার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের নিরীক্ষার সাথে পূর্বে সম্পাদিত নিরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে তুলনা করে দেখা হয়।

এতে দেখা যায়, ১৯৯০ সালের অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থার তেমন কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি (Begum, 1997, 1999)। এ কারণে বলা যায়, ফুটপাতের গৃহহীনদের অবস্থার উন্নয়নে আরও বড় ধরনের কার্যকর উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিচালিত সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল উন্নয়নশীল দেশসমূহের গৃহহীন নাগরিকের সমস্যা মোকাবেলার জন্য যথাযথ বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। ঢাকার ফুটপাতে বর্তমানে বসবাসরত গৃহহীনদের উপর পরিচালিত এই সমীক্ষা ও তার ফলাফল প্রায় অর্ধশত বছরের পুরোনো এই সমস্যা দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরও (নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাকারী, উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি) কাজে আসতে পারে।

২। ঢাকার ফুটপাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর শোচনীয় অবস্থা

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের বস্তিবাসীদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে (Majumder, Mahmud & Afsar, 1996; Mohit, 2012; Hossain, 2007; Uddin N., 2018) তবে সেই তুলনায় খুব কম সংখ্যক সমীক্ষা ফুটপাতে বসবাসকারীদের উপর করা হয়েছে। যার ফলে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি পুরোপুরিভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেছে (Koehlmoos et al., 2009; Shil et al., 2013) এবং অবশেষে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এটিকে একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে।

বস্তিবাসীদের তুলনায় ফুটপাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সুস্থতা বা সুস্থ থাকা যেমন নিম্ন পর্যায়ে থাকে (Begum, 1999) তেমনি স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ব্যাপারে শোচনীয় অবস্থায় থাকে (Uddin et al., 2010)। তাদের স্বাস্থ্য বা সুস্থ থাকা প্রধানত নির্ভর করে তাদের বসবাসের স্থানের ধরন ও সময়কাল, খাদ্য গ্রহণের গুণগত মান ও পরিমাণ এবং পেশা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের উপর (Islam, Islam, Rahman & Morshed, 2019)। Tune et al. (2020) বলেন, শহরের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট যতটুকু পৌছায় তা তুলনামূলকভাবে অপর্যাপ্ত, তাই ফুটপাতের বাসিন্দারা অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা সন্ধানে পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা পরামর্শ দিয়েছেন, শহরের দরিদ্রতম শ্রেণির সুবিধার্থে কম খরচে বা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক *কাস্টমাইজ প্যাকেজের* ব্যবস্থা করার জন্য যা শহরের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। ফুটপাতের বাসিন্দারা নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও চরম দুরবস্থায় থাকে (Huda, 2014)। ঢাকা শহরের তিন-চতুর্থাংশ ফুটপাতবাসী তিনবেলা খাবার পায়, তবে ৮৪ শতাংশের খাদ্যের পরিমাণ ও মান অসন্তোষজনক। যদিও দুই-তৃতীয়াংশ ফুটপাতবাসী খাবার ক্রয় করতে পারে, তিন-চতুর্থাংশ কঠিন আর্থিক সংকটে থাকে যা তাদের প্রতিদিন অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের দিকে ধাবিত করে। Koehlmons et al. (2009) এর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, ঢাকা শহরের ফুটপাতে বসবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং মাদকের অপব্যবহারের হার উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। সেই সাথে ৮২ শতাংশ নারী ও ২৯ শতাংশ পুরুষ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, ৬৬ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় এবং ৬৯

শতাংশ পুরুষ কিছু ধরনের মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। নারীদের প্রতি সহিংসতার বেশিরভাগ ঘটনাই তাদের স্বামীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, এর পরেই রয়েছে তাদের প্রেমিক, মাস্তান বা গুণ্ডাশ্রেণি ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ।

২.১। ঢাকায় ফুটপাতবাসীদের দুরবস্থা কমানো

গত তিন দশকে ফুটপাতে বসবাসকারীদের অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৯১ সালের একটি সমীক্ষাই ছিল ফুটপাতবাসীর বিষয়ে জানার জন্য সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা, যা ঢাকার ২,৭৬১ জন ফুটপাতবাসীর উপর পরিচালিত সমীক্ষার মাপকাঠি ধরে (Begum, 1997) করা হয়েছিল। Ahmed et al. (2011) এর পরবর্তী সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ২,২৬৪ জন ফুটপাতবাসীর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে। এ সমীক্ষায় ফুটপাতবাসীর জীবনধারায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা যায়নি অর্থাৎ ১৯৯১ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় তাদের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছিল এখানেও একই ফলাফল দেখতে পাওয়া যায়। ফুটপাতের বাসিন্দারা এমন এক ধরনের জীবনযাপন করে থাকে যেখানে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রাপ্তির প্রশ্ন উঠে আসলে শহুরে ব্যবস্থা বা আধুনিক জীবনব্যবস্থা অদৃশ্যমান হয়ে যায় (Uddin et al., 2010)।

গত কয়েক দশক যাবৎ অর্থনীতির উন্নয়নে দারিদ্র্য নিরসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় (Chaudhuri, 2013)। বাংলাদেশের অধিকাংশ দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি গ্রামভিত্তিক যা অনেকটাই শহরের দারিদ্র্য বিমোচন হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকে। ২০১৬ সালে পরিবারের আয়-ব্যয়ের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতীয়ভাবে ঢাকা বিভাগের ১০.৬ শতাংশ শহুরে পরিবারের তুলনায় ৩৪.৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার সরকার কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেখানে মাত্র তিন শতাংশ শহুরে পরিবার সমান সুযোগ ভোগ করে থাকে (BBS, 2019)। নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে শহুরে জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেভাবে পতিত হয়, তা নির্মম বাস্তবতাকেও অতিক্রম করে। যদিও সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫-তে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল, তবে বাস্তব চিত্রের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শহুরে দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশ হ্রাস করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল (GED, 2020)।

বস্তিবাসীদের তুলনায় ফুটপাতের বাসিন্দাদের উপর সমীক্ষা এবং তাদের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপমূলক কর্মসূচির পরিমাণ খুবই কম। এই কম কর্মসূচির মধ্যে একটি হচ্ছে শহরের চরম দরিদ্র শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি (Improving the Lives of the Urban Extreme Poor-ILUEP)। ২০০৮ সাল থেকে চালু এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে অবৈধভাবে জায়গা দখল করে বসবাসকারী, অনুন্নত বস্তিবাসীদের দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা (প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির নাম হচ্ছে 'আমরাও মানুষ- We Are Human Too program) (Devereux & Shahan, 2019)। এই কর্মসূচি ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত তাদের ১২টি ফুটপাত বাসিন্দা কেন্দ্রের (Pavement Dwellers Centers-PDC) মাধ্যমে ফুটপাতে বসবাসকারীদের জন্য বহুমুখী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেমন: নারী-শিশুদের জন্য রাতে থাকার ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় এবং পয়ঃব্যবস্থা, রান্নার সুবিধা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, দিবাযত্ন কেন্দ্র ইত্যাদি (Rahman & Hasan, 2022)। এই সহযোগিতাগুলো প্রদানের উদ্দেশ্য

ছিল ফুটপাতবাসীদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের অবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন করা। এই সেবা গ্রহণ করে বাস্তবে ৪৭.৮ শতাংশ সুবিধাভোগী সফলভাবে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিল। Rahman and Hasan (2022) ফুটপাতের বাসিন্দাদের সমস্যা মোকাবেলায় যৌথভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন পদ্ধতির তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেছেন।

২.২। গ্রামীণ-শহুরে অভিবাসন এবং ঢাকার ফুটপাত বাসিন্দা

বাংলাদেশের রাজধানী শহর হওয়ার কারণে ঢাকাকে সবসময়ই গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে আন্ত-অভিবাসনের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে থাকতে হয়। ১৯৯১-২০২১ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩৮ শতাংশ, যার মধ্যে ১.০১ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই অভিবাসনকে দায়ী করা যেতে পারে। অধিকাংশ অভিবাসনই অর্থনৈতিক চাপ (যেমন: অপর্যাপ্ত আয়, কর্মসংস্থানের অভাব, ভূমিহীনতা) এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে (pull factor) যেমন: ভালো চাকুরির ব্যবস্থা, উচ্চ বেতন সেই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ইত্যাদি কারণে ঘটে থাকে (Lee, 1966; Begum, 1999; Patnaik, 2014)। এই অভিবাসীদের মধ্যে একটি বড় আনুপাতিক অংশ বিধি-নিয়মের বাইরে বা অনানুষ্ঠনিক (informal settlements) বসতিতে আশ্রয় পায়, কিন্তু যারা খুব নাজুক অবস্থায় থাকে তাদের শেষ পর্যন্ত আশ্রয় মিলে ফুটপাতে বা বস্তিতে (Ahmed et al., 2011)।

৩। গবেষণা পদ্ধতি

৩.১। গবেষণা নকশা

ঢাকা নগরীর ফুটপাতে বসবাসরত ছিন্নমূল গৃহহীনদের ওপর সমীক্ষা পরিচালনায় মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গৃহহীনদের ভূ-প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও বসবাস উপযোগিতার ওপর সংখ্যামূলক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি নমুনা জরিপ করা হয়েছে। বাস্তুহারাদের ইতিহাস, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ নিয়ম মেনেই তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের নিকট থেকে সম্মতিসূচক মন্তব্য নেওয়া হয়েছে।

৩.২। নমুনায়ন

নমুনায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য পরিকল্পনাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে অনুমান ছিল বিশ্লেষণের একটি পূর্বশর্ত (Cochran, 1977)। এ যাবৎ ঢাকার ফুটপাতে বসবাসকারীদের উপর পরিচালিত গবেষণাসমূহে (Begum, 1997; Begum, 1999; Ahmed et al., 2011; Huda, 2014; Devereux & Shahan, 2019; Tune et al., 2020) ফুটপাতবাসীর জটিল প্রকৃতি বা ধরন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রাথমিকভাবে অসম্ভাব্য নমুনায়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের বাইরে পরিসংখ্যানের মিলনের অন্বেষণ করা, যা Onwuegbuzie and Collins (2007) কর্তৃক সুপারিশকৃত সঙ্গতভাবে নমুনার আকার (sample size) n=64 এর মাধ্যমে কার্যকরণ-তুলনামূলক গবেষণা নকশার একটি মিশ্র

পদ্ধতি। এই নমুনা আকার ০.৮০ পরিসংখ্যানিক শক্তির মাধ্যমে দুই-লেজবিশিষ্ট (two-tailed) পরিসংখ্যানগত তাৎপর্যের সম্পর্ক/পার্থক্য খুঁজে বের করার প্রস্তাব দেয়।

ফুটপাতবাসীদের উপর নমুনা জরিপের জন্য ঢাকা শহরের ১২টি এলাকা (চিত্র ১) চিহ্নিত করে তা স্তরবিন্যাস করা হয় (Thompson, 2012)। ২০১৪ সালে বস্তি ও ভাসমান মানুষের উপর পরিচালিত শুমারীর তথ্যানুযায়ী এসব এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের বসবাস ছিল (BBS, 2015)। ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ভাগ অনুযায়ী ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এই দুইটি এলাকা ভিত্তিতে জরিপের কাজ করা হয়। প্রাথমিক গণনার পর উক্ত চিহ্নিত স্থানগুলোতে মোট ৭০৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক ফুটপাতবাসী খুঁজে পাওয়া যায়। নমুনা আকার n = 64 এর প্রস্তাব অনুযায়ী, শহরের নিম্নোক্ত এলাকাগুলিকে (hotspot) আনুপাতিকভাবে জরিপের জন্য স্তরবিন্যাস করা হয়:

গাবতলী বাস টার্মিনাল (৬), শাহ আলী মাজার (৫), রায়েরবাজার (৫), মহাখালী বাস টার্মিনাল (৭), কারওয়ান বাজার (৩), পান্থপথ (২), বাংলামটর (২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৭), গুলিস্তান (৭), কমলাপুর রেলস্টেশন (১২), নয়াবাজার (৬) এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল (৬)। রাস্তায় বসবাসকারী সকল মানুষকে নাম্বারিং করার জটিলতা এড়ানোর জন্য একটি পদ্ধতিভিত্তিক নমুনা পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (In depth interview) জন্য দৈবচয়নভিত্তিতে (randomly) যেকোনো ফুটপাতবাসীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যায়।

চিত্র ১: ফুটপাতবাসীর নমুনা সংগ্রহের স্থানসমূহ

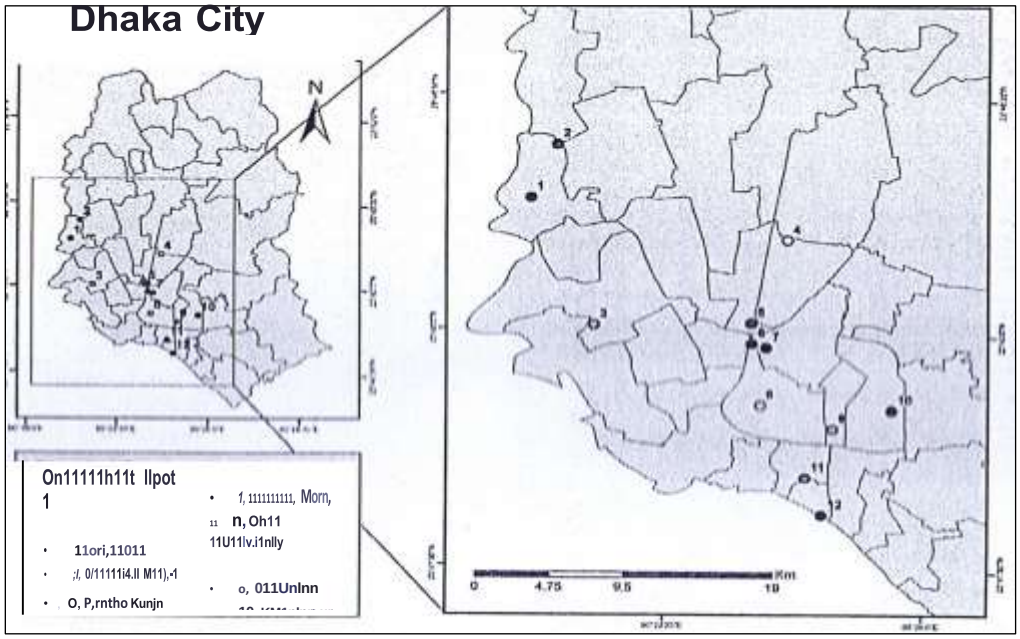

৩.৩। তথ্য সংগ্রহ

প্রাপ্তবয়স্ক ফুটপাতবাসীদের ওপর নমুনা জরিপ (Sample survey) পরিচালনার জন্য প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব-পরিকল্পিত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। তথ্য (Quantitative information) সংগ্রহের জন্য বিধিবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয় আর গুণগত তথ্য (Qualitative information) সংগ্রহের জন্য (প্রায় অর্ধেকের বেশি) উন্মুক্ত প্রশ্নের (Open ended) ব্যবস্থা করা হয়। আটজন স্নাতক পাশ ছাত্রকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিমিত্তে প্রশিক্ষিত করা হয়, মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ করার সময়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়। প্রাথমিকভাবে (Priliminary) স্বল্পসংখ্যক ফুটপাতবাসীদের দিয়ে প্রশ্নমালা যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে মূল প্রশ্নমালা সাজানো হয়।

২০২২ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মধ্যরাতের সময় পূর্বনির্ধারিত উপযুক্ত বারোটি স্থানে (Hotspot) সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব বোঝানো হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে তাদের মৌখিক সম্মতি নেওয়া হয়। সবাইকে তাদের পরিচয় গোপন রাখার অধিকার এবং যেকোনো সময় সাক্ষাৎকার প্রদান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এখানে বলা অসংগত হবে না যে, যেহেতু শীতের মধ্যরজনীতে এই সাক্ষাৎকার পর্বটি সম্পন্ন করা হয়, সেহেতু অনেকের পক্ষেই শীত উপেক্ষা করে অন্য কোনো স্থানে রাত্রিযাপনের অবকাশ ছিল না।

৩.৪। তথ্য বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্যাবলি এমএস এক্সেলের (MS EXCEL) মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয় ও স্টাটা ১৭ (Stata 17) দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। নির্ধারিত প্রশ্নমালার বিপরীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত গড়, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ও একাধিক বার প্লট ব্যবহার করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে প্রাপ্ত গুণগত তথ্যাবলি বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। অনুমানমূলক বিশ্লেষণটি কাই-স্কয়ার পরীক্ষার (Chi-sqaure test) মাধ্যমে কাজে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন চলকগুলোর স্পষ্টতা বোঝার জন্য।

৪। ফলাফল

৪.১। জনমিতিক অবস্থা

ঊননব্বই (৮৯) শতাংশ উত্তরদাতা ফুটপাতে একাকী বসবাস করে যেখানে মাত্র ১১ শতাংশ মানুষ পরিবারসহ বসবাস করে থাকে। ফুটপাতে একাকী থাকার প্রবণতাই বেশি দেখা যায় (সারণি ১)।

সারণি ১: উত্তরদাতাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি

বৈশিষ্ট্য	পুরুষ	নারী	সর্বমোট
উত্তরদাতার ধরন			
ব্যক্তি	৪২ (৮৬)	১৫ (১০০)	৫৭ (৮৯)
পরিবার (তিন সদস্যবিশিষ্ট পরিবার)	৩ (৬)	-	৩ (৫)
পরিবার (চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবার)	৩ (৬)	-	৩ (৫)
পরিবার (পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার)	১ (২)	-	১ (১)
লিঙ্গ	৪৯ (৭৭)	১৫ (২৩)	৬৪ (১০০)
বয়স (বৎসর)			
১৮-৩৫	১১ (২২)	৪ (২৭)	১৫ (২৩)
৩৬-৫৯	২৩(৪৭)	৯ (৬০)	৩২(৫০)
৬০-৮০	১৫(৩১)	২(১৩)	১৭(২৭)
স্বাস্থ্যগত অবস্থা			
শারীরিকভাবে সুস্থ	২৯(৫৯)	৮(৫৩)	৩৭(৫৮)
প্রতিবন্ধী	৬(১২)	-	৬(৯)
দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ	১৪(২৯)	৭ (৪৭)	২১(৩৩)
বৈবাহিক অবস্থা			
অবিবাহিত	১০(২০)	১(৭)	১১(১৭)
বিবাহিত	২৩(৪৭)	৪(২৭)	২৭(৪২)
বিধবা/বিপত্নীক/তালাকপ্রাপ্ত/পৃথকভাবে বাস করে	১৬(৩৩)	১০(৬৬)	২৬(৪১)
শিক্ষা			
অশিক্ষিত	১৮(৩৭)	৯(৬০)	২৭(৪২)
স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন	৭(১৪)	৩(২০)	১০(১৬)
১ম-৫ম শ্রেণি	১২(২৫)	২(১৩)	১৪(২২)
ষষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি	৯(১৮)	১(৭)	১০(১৬)
এসএসসি থেকে উচ্চ পর্যায়	৩(৬)	-	৩(৪)

টীকা: বন্ধনীতে (লিঙ্গ ব্যতীত) সারি শতাংশ।

মোট ৩২৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৭৭ শতাংশ পুরুষ এবং ২৩ শতাংশ নারী, যা সংখ্যাগত দিক থেকে ১৯৯৭ (৩৫৭ জন) এবং ২০১৪ সালের (৩৬৭ জন) সমীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (BBS, 1999, 2015)। রাস্তায় বসবাসকারী নারীদের জীবন খুবই শোচনীয় অবস্থায় থাকে। কাজের কম সুযোগ ও নিরাপত্তার অভাব তাদের এই দুর্বল অবস্থাকে আরও দুর্বলতর করে। এ কারণে রাস্তায় কমসংখ্যক নারীর বসবাস করতে দেখা যায়। গাবতলী বাস টার্মিনালে স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ বসবাসকারী মধ্যবয়সী জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়:

> *'প্রতি সপ্তাহে আমার জায়গা বদল করার প্রয়োজন পড়ে আমার স্ত্রী ও কিশোরী কন্যারা হয়রানি শিকার হতে পারে এই কারণে। আমি সবসময় জনবহুল জায়গা পছন্দ করি এমনকি রাতে ঘুমানোর জন্যও। আমার মনে চিন্তা ঘুরতেই থাকে, আমি সবসময় তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকি। ভবিষ্যতে যখন আমার মেয়েরা বড় হবে আমি তখন তাদের দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিব।'*

নমুনাভুক্তদের গড় আয়ু ধরা হয়েছে ৪৬ বৎসর। ৪৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৬০ শতাংশ নারীর বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫৯ বছর, এটি একটি মধ্যম-বয়সী নমুনা (middle-aged sample) নির্দেশ করে। নারীরা পুরুষদের তুলনায় ১.৬ গুণ বেশি দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভোগে থাকে। অর্ধেক পুরুষ সম্প্রতি বিয়ে করেছে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ নারী বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী থেকে পৃথকভাবে বসবাস করছে। পুরুষ উত্তরদাতারা নারীদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত।

৪.২। আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ফুটপাতবাসীর প্রধান পেশা হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। ৩৯ শতাংশ ফুটপাতবাসী ভিক্ষুক; ১৯৯১ সালের সমীক্ষার সাথে এই সংখ্যার সামঞ্জস্যতা রয়েছে তখন ভিক্ষুকের সংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ (Begum, 1997)। প্রায় ৬০ শতাংশ পুরুষ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত যেখানে ৫৩ শতাংশ নারীর মূল পেশাই হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি (সারণি ২)। সব মিলিয়ে বলা যায়, ৯০ শতাংশ ফুটপাতবাসীর প্রতিদিন কাজের সুযোগ রয়েছে যেমনটি দেখা গেছে ১৯৯১ সালের সমীক্ষার ফলাফলেও (Begum, 1997)।

সারণি ২: উত্তরদাতারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বৈশিষ্ট্য	২০২২			১৯৯১ (%)
	পুরুষ n (%)	নারী n (%)	মোট	
পেশা				
ভিক্ষুক	১৭(৩৫)	৮(৫৩)	২৫(৩৯)	২২
দিন মজুর	১১(২৩)	১(৭)	১২(১৯)	১৭
রিকশা/ভ্যান/মালবাহী গাড়িচালক	৭(১৪)	-	৭(১১)	১২
পথবিক্রেতা	৫(১০)	১(৭)	৬(৮)	৫
খানসামা	২(৪)	-	২(৩)	-
মালি	১(২)	১	১(২)	-
দোকান সহকারী	১(২)	-	১(২)	-
গৃহপরিচারিকা	-	১(৭)	১(২)	-
বেকার	২(৪)	-	২(৩)	৩
কাজের সক্ষমতা				
দৈনিক	৪৩(৮৮)	১৫(১০০)	৫৮(৯১)	৯০
সপ্তাহে চার দিন	২(৪)	-	২(৩)	-
সপ্তাহে তিন দিন	৩(৬)	-	৩(৫)	-
সপ্তাহে দুই দিন	১(২)	-	১(১)	-
দৈনিক আয় (টাকা)				
≤১০০	৮(৬)	২(৩)	১০(১৬)	-
১০০-২৪৯	১২(২৫)	১০(৬৭)	২২(৩৪)	-
২৫০-৪৯৯	২২(৪৫)	১(৭)	২৩(৩৬)	-
≥৫০০	৭(১৪)	২(১৩)	৯(১৪)	-
দৈনিক ব্যয় (টাকা)				
০-১০০	১২(২৪)	৬(৪০)	১৮(২৮)	-
১০০-২৫০	২৫(৫২)	৭(৪৭)	৩২(৫০)	-

(চলমান সরণি ২)

বৈশিষ্ট্য	২০২২			১৯৯১ (%)
	পুরুষ n (%)	নারী n (%)	মোট	
২৫০-৫০০	১২(২৪)	২(১৩)	১৪(২২)	-
গ্রামে কি টাকা পাঠানো হয়?				
হ্যাঁ	১১(২২)	২(১৩)	১৩(২০)	-
না	৩৮(৭৮)	১৩(৮৭)	৫১(৮০)	-
দৈনিক গড়		**পরিমাণ (টাকা)**		
আয় (ব্যক্তি একক)	২৫৬	১৮৭	৩৪০	৪৩
খরচ (ব্যক্তি একক)	১৪৫	১০২	১৩৫	-
আয় (পরিবার)	-	-	৩৭১	-
খরচ (পরিবার)	-	-	৩৩৬	-

টীকা বন্ধনীতে সারি শতাংশ দেখানো হয়েছে।

প্রায় ৭০ শতাংশ পুরুষের দৈনিক আয়সীমা ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে এবং ৮০ শতাংশ নারীর আয় ২৫০ টাকারও কম। যেসব পুরুষ ফুটপাতে একা থাকে তারা নারীদের তুলনায় ১.৪ গুণ বেশি উপার্জন করে থাকে। ২০১১ সালেও পুরুষরা নারীদের তুলনায় ১.৫ গুণ বেশি আয় করত (Ahmed et al., 2011)। এই অসমতার কারণ হতে পারে নারীরা তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষদের ন্যায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না। যারা পরিবারের সাথে বসবাস করে তাদের বেশি উপার্জন করতে হয় কারণ সেই পরিবারের প্রতি সদস্যই উক্ত উপার্জনের উপর নির্ভরশীল থাকে। সাধারণত ফুটপাতের বাসিন্দারা তাদের উপার্জনের সবটুকু খরচ করে না। ২০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ গ্রামের বাড়িতে পরিবারকে টাকা পাঠায়, কেউ কেউ টাকা জমায়, প্রতিবেশীদের ধার দেয়, পর্যায়ক্রমে বাড়িতে যাতায়াত করে থাকে এবং এজন্য খরচ করে, মাদক ক্রয় করে, মাঝে মাঝে কেনাকাটা করে, ভালো খাবার কিনে থাকে ইত্যাদি। ৩৫ বৎসর বয়সী একজন নারী ফুটপাতবাসী তার গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠানোর পিছনে কী ইচ্ছা বা কারণ আছে তা বলেছিল নিম্নরূপভাবে:

> *'ঢাকায় আসার পর আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে অন্য নারীর সাথে চলে যায়। আমার একমাত্র মেয়ে গ্রামে মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। আমি তার একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই। এ কারণে আমি প্রতিমাসে তার পড়াশুনার খরচ বাবদ গ্রামে টাকা পাঠাই।'*

গত ত্রিশ (৩০) বছরে ফুটপাতবাসীর আয় কীভাবে নামমাত্র ও বাস্তবে বিকশিত হয়েছে তা বোঝার জন্য এ ফুটপাত বাসিন্দাদের দৈনিক নামমাত্র এবং বাস্তবে তারা যা আয় করে থাকে অর্থাৎ প্রকৃত আয় করে সেটি তুলে ধরা হয়েছে সারণি ৩-এ। এছাড়া ১৯৯১ সালের আয়ের সাথে ২০২২ সালের আয়ের তুলানমূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়ের সাথে ২০১১ সালে তাদের যে দৈনিক আয় ছিল তারও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় (Begum, 1997; Ahmed et al., 2011)। মুদ্রাস্ফীতির কারণে জিডিপি ডিফ্লেটর (GDP deflator) ব্যবহার করে নামমাত্র আয়কে সমন্বয় করার মাধ্যমে প্রকৃত আয় পাওয়া গিয়েছে (World Development Indicators, 2022)।

সারণি ৩: ফুটপাতবাসীদের নামমাত্র আয় ও প্রকৃত আয়

সাল	দৈনিক আয়	
	চলতি বাংলাদেশি টাকা	অপরিবর্তনীয় বাংলাদেশি টাকা ১৯৯১
১৯৯১	৪৩	৪৩
২০১১	১২১	৪১
২০২২	২৫৪	৪২

যদিও নামমাত্র উপার্জন গত তিন দশকে ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি প্রকৃত আয় ১৯৯১ সালের কাছাকাছি স্তরেই রয়ে গিয়েছে।

৪.৩। অভিবাসনের প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা

ফুটপাত বাসিন্দাদের অভিবাসনের গল্পগুলো ভালোভাবে উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিকভাবে গল্পগুলো শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে যেখানে গল্পের মূল বিষয় এবং সেটি আরও জীবন্তকরণের বা বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি বোর্ডে তাদের ছবি সংযোজন করা হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৩০টি ভিন্ন জেলা থেকে ফুটপাত বাসিন্দাদের তিন-চতুর্থাংশ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মতোই (Begum, 1999) গড়ে প্রতিটি ফুটপাতবাসীর শহরে অভিবাসনের প্রধানত দুইটি কারণ রয়েছে। প্রায় অর্ধেক বাসিন্দার অভিবাসনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক, যা ১৯৯৩ সালেও ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ সামাজিক (পারিবারিক কলহ, সামাজিক উত্তেজনা ইত্যাদি), রাজনৈতিক (প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হুমকি ইত্যাদি) এবং মানসিক (ভেবেছিল শহর সবদিক দিয়ে উন্নত/উচ্চতর) (চিত্র ৩)। তবে কেউই শিক্ষা গ্রহণের কারণে বা উদ্দেশ্যে শহরে স্থানান্তরিত হয়নি।

চিত্র ২: ফুটপাতবাসীদের অভিবাসনের কারণসমূহ (১৯৯৩ ও ২০২২ সাল)

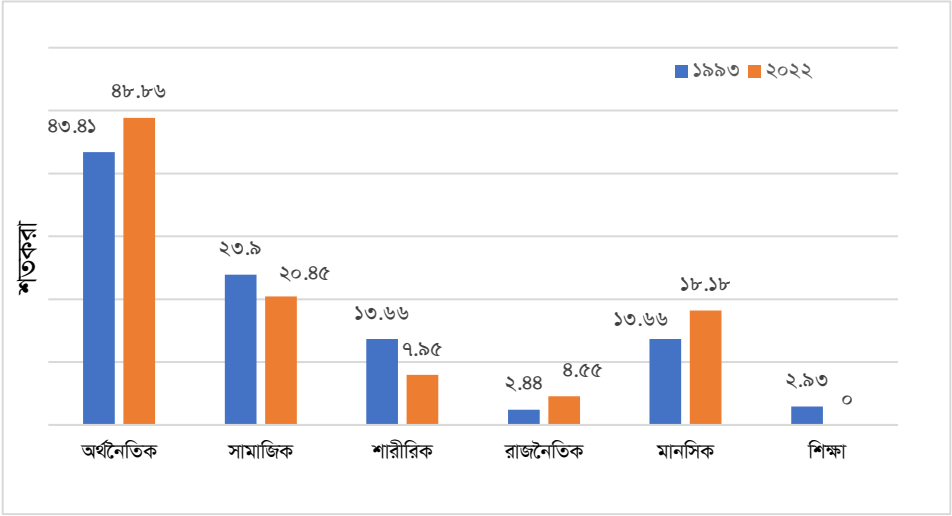

বাহাত্তর শতাংশ বাসিন্দা এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শহরে চলে এসেছে। অর্ধেকের বেশি ফুটাপাতবাসী অভিবাসনের পূর্বে মনে করেছিল যে, তারা ঢাকা শহর সম্পর্কে যথেষ্ট জানে যা প্রধানত তারা তাদের প্রতিবেশী (৫১ শতাংশ) ও পরিবারের সদস্যদের (১৪ শতাংশ) মাধ্যমে জানতে পেরেছিল। যাহোক ৯০ শতাংশ অভিবাসনের পর বুঝতে পারে তাদের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। বিশেষ করে অভিবাসন পূর্ববর্তী আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে অভিবাসন পরবর্তী পরিস্থিতির সাদৃশ্য নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই অভিবাসনের আগেই সঠিক তথ্য প্রাপ্তি খুবই জরুরি।

সারণি ৪: উত্তরদাতাদের অভিবাসনের ধরন

ধরনসমূহ	n%
অভিবাসন ও অভিবাসনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে কতটুকু সময় নেওয়া হয়েছে?	
≤০১ সপ্তাহ	২৫(৩৯)
≥০১ সপ্তাহ কিন্তু ≤০১ মাস	২১(৩৩)
≥০১ মাস কিন্তু ≤০৬ মাস	১১(১৭)
≥০৬ মাস	৭(১১)
অভিবাসনের পূর্বে ঢাকা শহর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা হয়েছে, এরকম কি ভেবেছিলেন?	
হ্যাঁ	৩৫(৫৫)
না	২৯(৪৫)
যারা অভিবাসনের পূর্বে ঢাকা সম্পর্কে তথ্য জেনেছিল সেই তথ্য সংগ্রহের উৎস	
প্রতিবেশী	১৮(৫২)
পরিবার	৫(১৪)
পরিচিত ব্যক্তি	৪(১১)
ঢাকায় কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা	৪(১১)
ঢাকায় অবস্থানের পূর্ব অভিজ্ঞতা	২(৬)
টেলিভিশন	২(৬)
অভিবাসনের জন্য টাকা প্রাপ্তির উৎস	
নিজের উপার্জন/সঞ্চয়	২৯(৪৫)
পরিবার থেকে সহযোগিতা	৯(১১)
আত্মীয়/বন্ধু/প্রতিবেশীর নিকট থেকে টাকা ধার করা	১৪(২২)
কোনো টাকা ছিল না	১২(১৯)
অভিবাসনের পরবর্তী সময়ে অভিবাসনের প্রস্তুতি বিষয়ক উপলব্ধি	
মোটেও প্রস্তুতি ছিল না	২১(৩৩)
খুবই কম প্রস্তুতি ছিল	২২(৩৪)
কিছু প্রস্তুতি ছিল	১৮(২৮)
বড় পরিসরে প্রস্তুতি ছিল	৩(৫)
অভিবাসনের পরবর্তী সময়ে শহর সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়েছে কিনা?	
এটি গুরুত্বপূর্ণ	৫৮(৯)
গুরুত্বপূর্ণ নয়	৬(৯)
অভিবাসনের পূর্বে এই তথ্য প্রাপ্তি জরুরি কেন?	
একটি সামগ্রিক উন্নত জীবনের জন্য	২৬(৪০)
ভালো কর্মসংস্থানের জন্য	২২(৩৫)
ভালো বাসস্থানের জন্য	১৬(২৫)

অর্ধেকের বেশি ফুটপাতবাসী জানায়, প্রাথমিকভাবে অভিবাসনের লাভজনক দিক হচ্ছে, তারা জীবন চালিয়ে নেওয়ার মতো কিছু আয় করতে পেরেছিল। বিপরীতে, প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ ছিল বাসস্থান সংক্রান্ত (৪৮ শতাংশ), পাশাপাশি খাদ্য সংকট (৩১ শতাংশ), বেকারত্ব (২২ শতাংশ) এবং নিরাপত্তার অভাব (১৯ শতাংশ)।

জনৈক মধ্যবয়সী পুরুষ যিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ফুটপাতে বসবাস করেন, তিনি তার অভিবাসনের যাত্রার গল্প বলেছেন এভাবে:

'আমরা সিরাজগঞ্জে নদীর ভাঙ্গণের ফলে সব হারিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম ঢাকা যাওয়াটা আমাদের জন্য ভালো হবে। যাহোক, আমাদের টাকা নেই, এখানে কাউকে চিনি না এবং ঢাকার জীবিকা সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানি না। একবার যখন এখানে চলে এলাম, দেখলাম বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ পাওয়া এত সহজ নয়। বর্তমানে আমি একজন পথপসরা বিক্রেতা এবং ফুটপাতে বিভিন্নরকম জিনিস বিক্রি করি। আমি ও আমার স্ত্রী কঠোরভাবে চেষ্টা করছি আয় বৃদ্ধি করে বস্তিতে যেতে। আমরা আমাদের সন্তানদের একটি ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাই।'

ফুটপাতে বসবাসকারী একজন যুবতী নারী তার ফুটপাত জীবনের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা নিম্নলিখিতভাবে স্মরণ করেন:

'আমি আমার খালার সাথে প্রথমে ঢাকায় আসি। ঢাকায় আসার পূর্বে খালা শুনেছেন যে, এখানে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। তাই তিনি ভেবেছিলেন, একবার এখানে আসতে পারলে থাকার জন্য কোনো ব্যবস্থা করা যাবেই। কিন্তু বাস্তবে আমাদের জায়গা হয় ফুটপাতে। কিছুদিন পর তিনি কাজের বুয়া হিসেবে বাসাবাড়িতে কাজ পান এবং পরবর্তীতে আমিও একই পেশা গ্রহণ করি। আমার খালা গ্রামে ফিরে গেছেন। কিন্তু আমি এখনও এখানে আছি জীবিকা নির্বাহের জন্য। বস্তিতে থাকার মতো পর্যাপ্ত আয় আমার নেই। তাছাড়া বস্তি এলাকা আমার কাজের জায়গা থেকে অনেক দূরে হয়ে যায়। আমি এখানে অন্যান্য ফুটপাতবাসীর সাথে একত্রে থাকি, যাদের আমি বেশ কিছুদিন ধরে চিনি।'

৪.৪। জীবনযাত্রার অবস্থা

ফুটপাতবাসীরা সীমাহীন সমস্যার মধ্যে থাকে। এর মধ্যে সর্বোপরি গৃহহীনতা এবং নাগরিক অধিকারের অদৃশ্যতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৩: ফুটপাতে বসবাসের সময়কাল

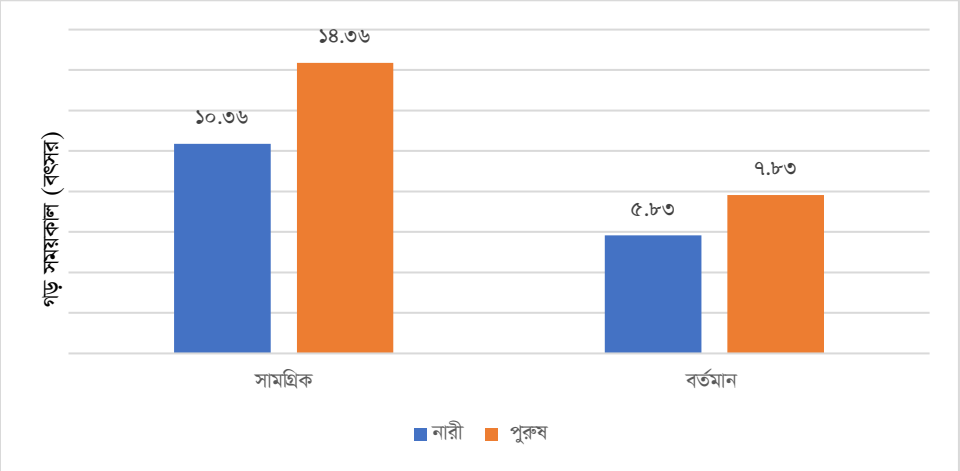

সামগ্রিকভাবে পুরুষরা (পুরো ফুটপাত জীবন) এবং বর্তমানে (বর্তমান জায়গায়) নারীদের তুলনায় ফুটপাতে গড়ে বেশি সময় অবস্থান করে থাকে (চিত্র ৩)। সামগ্রিকভাবে ফুটপাতে থাকার সম্মিলিত গড় সময় ছিল ১৩.৫ বছর যেখানে বর্তমান অবস্থানকালের সময় ছিল ৭.৩৬ বছর, ২০১১ সালে অবস্থানের এই সময়কাল ছিল ৭.২ বছর যা কিছুটা এখন বেড়েছে (Ahmed et al., 2011)।

সারণি ৫: ফুটপাতবাসীর জীবনযাত্রার অবস্থা

বৈশিষ্ট্যসমূহ	n%
অবস্থানের ধরন	
কখনোই জায়গা পরিবর্তন করে না	৩৬(৫৭)
এক বার জায়গা পরিবর্তন করেছে	১৭(২৭)
দুই বার জায়গা পরিবর্তন করেছে	৮(১২)
তিন বার জায়গা পরিবর্তন করেছে	২(৩)
তিন বারের অধিক জায়গা পরিবর্তন করেছে	১(১)
বসবাসের স্থানের জন্য কি টাকা দিতে হয়?*	
হ্যাঁ	৬(৯)
না	৫৮(৯১)
বসবাসের স্থানে যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?	
ঠান্ডা আবহাওয়া বা বৃষ্টি	২৪(২৩)
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যক্তি দ্বারা ঘন ঘন উচ্ছেদ হওয়া	২৪(৩৩)
নিরাপত্তার ঘাটতি	১৮(২৮)
আবাসনের সমস্যা	১৭(১৭)
মশার কামড়	১০(১০)
শব্দ দূষণ	৯(৯)

(চলমান সারণি ২)

বৈশিষ্ট্যসমূহ	n%
বস্তিতে বসবাস না করার কারণ	
আর্থিক সমস্যা	৪৬(৭১)
বস্তির পরিবেশ ভালো নয়	৭(১১)
ইচ্ছুক নয় কারণ সে একা থাকতে পছন্দ করে	৫(৮)
আশেপাশে কোনো বস্তি নেই	৪(৬)
কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম	১(২)
বস্তিতে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করছে	১(২)
পানযোগ্য পানির সহজলভ্যতা	
হ্যাঁ	৫২(৮১)
না	১২(১৯)
স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের সহজলভ্যতা	
হ্যাঁ	২৯(৪৫)
না	৩৫(৫৫)
নারীদের লিঙ্গভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় কি?	
হ্যাঁ	৬(৪০)
না	৯(৬০)

টীকা: * উত্তরের শতাংশ।

সারণি ৫ এর তথ্যমতে, অর্ধেকের বেশি ফুটপাতবাসী কখনোই জায়গা পরিবর্তন করে না যদি তারা নিশ্চিত থাকে যে, তাদের বাসস্থান ছাড়ার জন্য জোর করা হবে না বা কেউ চাপ প্রয়োগ করবে না, এসব ক্ষেত্রে তারা কদাচিৎ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে (Shil et al.,2013)। যখন তাদের বর্তমান অবস্থানে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় তখন ফুটপাতবাসীরা গড়পড়তায় দুইটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে জানায় যে, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক উচ্ছেদই তাদের সমস্যার শীর্ষে রয়েছে, পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতা (গুণ্ডা/মাস্তান দ্বারা টাকা চুরি, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশও তাদের জীবনে বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

প্রায় তিন-চর্তুথাংশ ফুটপাতবাসী বস্তিতে না যেতে পারার জটিল কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সংকটকে চিহ্নিত করে। ৮১ শতাংশ বাসিন্দা নিরাপদ পানি পান করে যদিও ৫৫ শতাংশ বাসিন্দা বিনা খরচে বা সহজেই স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ পায় না। উপরন্তু, ৪০ শতাংশ নারী বিভিন্ন লিঙ্গভিত্তিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যেমন: কাজের কম সুযোগ, শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি ইত্যাদি।

৫০ বৎসর বয়সী জনৈক নারীর কাছে তার ফুটপাত জীবন নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি নিম্নোক্তভাবে তার বর্ণনা *দেন:*

> *'আমি প্রায় অর্ধ-দশক ধরে রাস্তায় থাকছি, গ্রামে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই। ফুটপাতে ঘুমানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো চরম আবহাওয়া। অপর একটি হুমকি হচ্ছে, শৃঙ্খলা বাহিনী/ব্যক্তি কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া এবং রাতে ঘুমানোর সময় গুণ্ডাদের দ্বারা লুট হওয়া/হয়রানি হওয়া। এ কারণে আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার পরিচিত বা*

যাদের ভালোভাবে চিনি এমন কোনো দলের বা মানুষদের সাথে থাকতে। ফুটপাতে পরিচিত এমন দলের মানুষদের সাথে থাকলে লুট হওয়া বা হয়রানি হওয়া এমন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা পাওয়া যায়। গত পাঁচ বছর ধরে আমার অবস্থান একই জায়গায় রাখার এটি একটি অন্যতম কারণ। তাছাড়া এই স্থান থেকে আমার কাজের সন্ধান করতেও সুবিধা হয়।'

জনৈক ৬০ বছর বয়সী পুরুষ ফুটপাতবাসী তার বস্তিতে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ার কারণ হিসেবে জানায়:

'আমি ফুটপাতের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফুটপাত জীবনের বেনামি পরিচয় আমার ভালো লাগে এবং আমি একা থাকতে পছন্দ করি। উপরন্তু বস্তিতে অনেক সমস্যা রয়েছে যেমন, মাদক ব্যবসা, অপরাধমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। এ কারণে আমার মনে হয় বস্তিতে যাওয়া মানে টাকা অপচয় করা। আমি টাকা নষ্ট করে জীবন কাটাতে চাই না এবং সেই কাজ করতে চাই না যাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

৪.৫। প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা: একটি কষ্টের গল্প

প্রবন্ধের এই অংশে ফুটপাতবাসীদের প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে শহরে আসার আগে ও পরের সময়ের। উপার্জনের ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ ফুটপাতবাসীর প্রত্যাশা অপূরণীয় থাকে (১৯৯৩ সালের সমীক্ষার ৫৩ শতাংশের তুলনায়), যেখানে ৬৭ শতাংশ বেকারত্ব ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে (১৯৯৩ সালে এ হার ৫৩ শতাংশ)। আবাসন সংকটে থাকে ৮৪ শতাংশ মানুষ (৭৭ শতাংশ ছিল ১৯৯৩ সালে) (Begum, 1999)। প্রত্যাশা অপূরণের একটি বৃদ্ধিচক্র চিত্র ৪-এ তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ৪: প্রত্যাশা অপূরণের উপর একটি বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

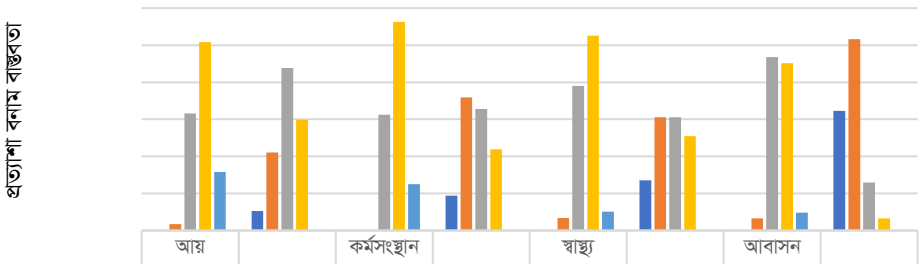

	আয়		কর্মসংস্থান		স্বাস্থ্য		আবাসন	
খুব খারাপ	০	৫.২৬	০	৯.৩৮	০	১৩.৫৬	০	৩২.২৬
খারাপ	১.৭৫	২১.০৫	০	৩৫.৯৪	৩.৩৯	৩০.৫১	৩.২৩	৫১.৬১
চলনসই	৩১.৫৮	৪৩.৮৬	৩১.২৫	৩২.৮১	৩৮.৯৮	৩০.৫১	৪৬.৭৭	১২.৯
খুব ভালো	৫০.৮৮	২৯.৮২	৫৬.২৫	২১.৮৮	৫২.৫৪	২৫.৪২	৪৫.১৬	৩.২৩
ভালো	১৫.৭৯	০	১২.৫	০	৫.০৮	০	৪.৮৪	০

শহরে আসার পূর্বে তাদের প্রত্যেকে উচ্চাশা পোষণ করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে শহুরে জীবনে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় তাদের প্রত্যাশা অনেক কম পূরণ হয়েছে এবং এটিকে তারা এখন মোটামুটি চলনসই বলে।

সারণি ৬- এ দেখা যায়, বেদনাদায়ক বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেক ফুটপাতবাসী শহরেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা করে থাকে। যদিও ৪১ শতাংশ বাসিন্দা তাদের নিজ জায়গা বা গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যা ১৯৯৩ সালে ছিল ১০ শতাংশ (Begum, 1999)। অধিকাংশই (৪২ শতাংশ) গ্রামে ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করতে চায় । শহরে টিকে থাকার জন্য ফুটপাতবাসীরা সরকারের নিকট আবাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ব্যাপক প্রত্যাশা রাখে।

যদিও প্রতিটি ফুটপাতের বাসিন্দা জানে যে গড়পড়তায় ৪.৫টি কর্মসূচি রয়েছে তাদের জন্য, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির (Social Safety Net Program-SSNP) এর মাধ্যমে মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছে। তারা SSNP থেকে নির্দিষ্ট সেবা পেতে আগ্রহী যাতে করে অন্তত তাদের আশ্রয় এবং কর্মসংস্থান/আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত হয়। ফলে তাদের আর গ্রামে ফিরে যেতে হবে না।

সারণি ৬: ফুটপাতবাসীদের অঙ্গীকার

বৈশিষ্ট্যসমূহ	২০২২ (n%)	১৯৯৩(%)
শহুরে জীবনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ		
হ্যাঁ	৩২(৫০)	৮৫
না	২৬(৪১)	১১
জানি না/নিশ্চিত না	৬(৯)	৪
শহুরে জীবনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়ার কারণ		
পরিবারের সাথে বসবাস করতে চাই	১১(৪২)	-
কাজের নিশ্চয়তা পেলে গ্রামে ফিরে যাবে	৫(১৮)	-
ভালো বাসস্থানের জন্য	২(৮)	-
শহরের জীবন ব্যয়বহুল	২(৮)	-
ভালো খাদ্যের জন্য	১(৪)	-
শহরের পরিবেশ ভালো নয়	১(৪)	-
নিরাপত্তাজনিত সমস্যা	১(৪)	-
শারীরিকভাবে দুর্বল	১(৪)	-
সন্তানদের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ চায়	১(৪)	-
পরিবারের প্রতি অভিমান কমার পর বাড়ি ফিরে যাবে	১(৪)	-
সরকারের নিকট হতে প্রত্যাশা		
বাসস্থান	৩০(৩৮)	-
কর্মসংস্থান	২৯(৩৭)	-
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা আনয়ন	৯(১২)	-
খাদ্য	৭(৯)	-
শিক্ষা	২(৩)	-
স্বাস্থ্য	১(১)	-
বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্পর্কে জানার আনুমানিক সংখ্যা	৪.৫	-
বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার আনুমানিক সংখ্যা	১৮	-

টীকা: *প্রতিক্রিয়ার শতাংশ।

জনৈক ৬৫ বছর বয়স্ক নারী SSNP এর বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এভাবে:

'যখন আমি গ্রামে ছিলাম সেই সময় কখনোই বিধবা ভাতা পায়নি। যদি স্থানীয় সরকারি প্রতিনিধির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকে এবং দ্রুত টাকা পাওয়ার জন্য কিছু টাকা খরচ করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে এটি একজনের পক্ষে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির সুবিধা ভোগ করা খুবই কঠিন। ঢাকাতে আমি কখনোই এ ধরনের অসহযোগীতার কথা শুনিনি।'

কাই-স্কয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন চলকগুলোর (independent variable) মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংযোগ পাওয়া গিয়েছে (অল্প সংখ্যক জনসংখ্যা, অভিবাসন ও প্রত্যাশা চলকের মধ্যে)। শহর জীবনের প্রতিশ্রুতির সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে যুক্ত আছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অভিবাসন করা এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে বিরতির সময় এবং সামগ্রিক প্রত্যাশার পূরণের ব্যবস্থা। বিপরীতে, সামগ্রিক প্রত্যাশা পূরণ আবার উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত ব্যক্তির বয়স, নিজ গ্রামে বা বাড়িতে টাকা পাঠানোর অভ্যস্ততা/আচরণ এবং অভিবাসনের কারণের সাথে।

সারণি ৭: স্বাধীন চলকের কাই-স্কয়ার পরীক্ষা

শহুরে জীবনের প্রতি অঙ্গীকার			
বৈশিষ্ট্য	হ্যাঁ	না	$x2$
স্বাস্থ্যগত অবস্থা	১৫(৪৪)	১৯(৫৬)	৪.০৬*
শারীরিকভাবে সুস্থ			
প্রতিবন্ধী/দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ	১৭(৭১)	৭(২৯)	
অভিবাসন করা ও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান			
≤ এক মাস	১৫(৬৮)	৭(৩২)	৯.৭৪*
≥ এক মাস	৪(২৪)	১৩(৭৬)	
প্রত্যাশা পূরণ			
ইতিবাচক	২২(৭১)	৯(২৯)	৪.২৪*
নেতিবাচক	১৪(৪৫)	১৭(৫৫)	
	প্রত্যাশা পূরণ n (%)		
	ইতিবাচক	**নেতিবাচক**	
বয়স			
১৮-৩৫	৭(৪৭)	৮(৫৩)	
৩৬-৫৯	৮(৫২)	২৪(৭৫)	
৬০-৮০	১২(৭৫)	৪(২৫)	
অভিবাসনের মূল কারণ			
অর্থনৈতিক	১৯(৫৬)	১৫(৪৪)	৪.৪৩*
অ-অর্থনৈতিক	৯(৩০)	২১(৭০)	
গ্রামে টাকা পাঠান?			
হ্যাঁ	৯ (৭০)	৪(৩১)	৪.৬৫*
না	১৮(৩৬)	৩২(৬৪)	

টীকা: বন্ধনীতে সারি শতাংশ (p-values: **<0.01,*<0.05)

একটি অনিশ্চিত পরিকল্পনাকে সচেতন পর্যালোচনার মাধ্যমে সারণিতে প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে দেখা যায়, অক্ষম/দীর্ঘদিন রোগে ভোগা ফুটপাতবাসীরা নিজেদের শারীরিক উপযুক্ততার বা সক্ষমতা অর্জনের চাইতে শহুরে জীবনের প্রতি দেড় গুণ (১.৫) বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা এক মাসের চাইতেও কম সময়ের মধ্যে শহরে অভিবাসন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা শহরের জীবনের প্রতি তিন গুণ বেশি আকৃষ্ট এবং এখানেই থাকতে আগ্রহী। উপরন্তু যাদের প্রত্যাশা কিছু পরিমাণে হলেও পূরণ হয়েছে তারা শহরে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল (১.৫ গুণ)।

মধ্যবয়সী (৩৬-৫৯) ফুটপাত বাসিন্দারা বয়স্কদের তুলনায় তিন গুণ বেশি অসন্তুষ্ট তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার কারণে। যারা আর্থিক কারণে শহরে অভিবাসন করেছিল তারাও তাদের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সন্তুষ্ট যেখানে তাদের অন্যান্য অ-অর্থনৈতিক চাহিদা বা প্রত্যাশা অপূরণীয় অবস্থায় রয়েছে। যারা বাড়িতে টাকা পাঠায়,তাদের ক্ষেত্রেও এটি সত্যি।

৫। আলোচনা

ফুটপাতের বাসিন্দারা স্থিতিশীল উপার্জন এবং কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়ের সন্ধানে রাজধানী শহরে স্থানান্তরিত হয় যদিও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম উদ্যোগ বা কর্মসূচি রয়েছে। শহরাঞ্চলে ফুটপাতের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ঘটনাগুলো এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যেন তারা শহরের নিত্যকার দৃশ্যের সাথে মিশে গেছে বা একীভূত হয়ে গেছে। দরিদ্রদের জন্য নানাধর্মী এবং সকল দরিদ্র মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এমন নীতিমালাগুলো প্রায়শই ফুটপাত বাসিন্দাদের নিকট পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ফুটপাতের বাসিন্দারা শহুরে দরিদ্রদের একটি উপসেট (subset) যাদের নিজেদের মাথার উপর কোনো ছাদ বা আশ্রয় নেই। এই ঠিকানার অভাবই তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তি এবং নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই তারা জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম উপাদানগুলোর অপ্রাপ্তির পাশাপাশি খুবই নিম্নমানের শহুরে জীবনযাপন করে থাকে। তারা গ্রামের সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে না সেই সাথে স্থিতিশীল উপার্জন করতেও সক্ষম হয় না। তারা সন্তানকে পড়াশুনা করাতে চায় না, বস্তিতে ঘর ভাড়া করতে পারে না, রাস্তায় একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে বসবাস করে এবং স্বল্প উপার্জনে বেঁচে থাকাটাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যদিও গড়ে তাদের নামমাত্র আয় গত তিনবছরে ছয় গুণ বেড়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের আয় ১৯৯১ সালে যে স্তরে ছিল, সেই স্তরেই রয়ে গিয়েছে। শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অনেক বেশি তাই ফুটপাতের বাসিন্দারা বেঁচে থাকার জন্য কম খাওয়া,কম খরচ এইরকম জীবনধারা অবলম্বন করে থাকে। এখানে মূল কথা হচ্ছে, শহর কীভাবে তাদের সুস্পষ্টভাবে শহরের বাসিন্দা হিসেবে বর্জন করেছে এবং শহরের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে কীভাবে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আশ্চর্যজনক হচ্ছে, তারা তাদের নিজেদের জায়গা বা গ্রামে ফিরে যায় না, যেখানে গ্রামগুলোতে এখন উন্নয়নের গতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে বা উন্নতি হচ্ছে। ফলাফলে দেখা যায়, শহরে বস্তি বা ঘর ভাড়া করে থেকে নিজের জীবনমান ক্রমান্বয়ে উন্নত করার অক্ষমতা বা গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা ফুটপাতেই জীবন পার করে দেওয়ায় ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর থাকে।

এই শহরগুলোতে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও খরচ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঢাকা শহর দেশের সমৃদ্ধির মূর্ত প্রতীক এবং এই রাজধানী শহরে জাতি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চিত্র অংকন করে থাকে এবং সেই চিত্রও প্রায়শই ফুটেও উঠে। কিন্তু এই চাকচিক্যের ভিতরেই যারা দারিদ্র্যসীমার নিম্নস্তরে বসবাস করে, তারা তাদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাকেও ত্যাগ করে। বস্তিবাসীদের কিছুটা হলেও নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকে কিন্তু ফুটপাতের বাসিন্দাদের খোলা স্থানে বসবাসের কারণে তাও থাকে না বিশেষ করে রাতের বেলায়। আশ্রয়স্থলের এই দিকটি ফুটপাতবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেননা তারা খোলা জায়গায় যেভাবে দিন যাপন করে থাকে তা কোনোক্রমেই স্বাস্থ্যকর নয়। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা আবহাওয়া (বৃষ্টির মৌসুমে যখন নিয়মিত বৃষ্টি হয় তখন তারা আশ্রয়স্থল নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে), পরিবেশ ও শব্দ দূষণ, নিদ্রাহীনতা, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অক্ষমতা, তাদের পেশা ও কম-মজুরি ও বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা হয়রানির আশঙ্কায় তাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। এই জনগোষ্ঠীর অপর একটি সমস্যাভুক্ত বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে নারী, যারা শহরে অধিক শোচনীয় ও বিপজ্জনক অবস্থায় ফুটপাতে জীবনযাপন করে থাকে। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হওয়া। রাস্তায় যেনতেনভাবে বসবাস একজন মানুষকে তার মৌলিক আত্মসম্মান থেকেও বঞ্চিত করে। রাস্তায় শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার কষ্টসহ নারীরা প্রায়ই তাদের কাছের মানুষ, রাতের বেলার কোনো নারী-শিকারী আগন্তুক, মাদক ব্যবসায়ী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারাও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।

ফুটপাতের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার পথে নাগরিক অধিকার, সুবিধা, আর্থিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, আশ্রয় ইত্যাদি বিষয়গুলো অধরাই থেকে যায়। এই অর্ধ-শতাব্দীর সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তাদের জন্য বৃহত্তর পরিসরে আশ্রয়ণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেমন নয়াদিল্লিতে করা হয়েছে (Ghosh, 2019)। নারী ফুটপাতবাসীর সংখ্যা মধ্যম পর্যায়ের আর তাই তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। সামগ্রিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নীতিমালায় কম মনোনিবেশের কারণে এই বিষয়টি একটি গ্রহণযোগ্য মতামতে/বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শহুরে দরিদ্রদের শহরের অর্থনীতিতে একীভূত করার জন্য ILUEP এর মতো প্রকল্পগুলোকে নিয়মিত কর্মসূচিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

১৯৯০ দশক থেকে ফুটপাতের নারী বাসিন্দারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করেছে। যদিও ভিক্ষার মাধ্যমে আয়কৃত টাকা ঘরে তোলা হলেও তা পুরুষ সদস্যদের মতো পরিমাণে তত বেশি নয় এবং তাদের এই আয় করাকেও সবাই অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না। পুরুষদের বেশি পরিমাণে ভিক্ষা পাওয়ার কারণ হচ্ছে এই সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সবাই তাদের পরিবারের একমাত্র বা অন্যতম উপার্জনকারী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সেইভাবে বিবেচনা করা হয় না বরঞ্চ নারীরা বিবেচিত হয় কোনো ধনী পরিবারের গৃহপরিচারিকা বা কাজের বুয়া হিসেবে, রাস্তায় ভিখারি হিসেবে নয়। সংবাদপত্রের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেদনগুলো কিছুটা হলেও এই চিন্তা-ধারণায় ভূমিকা রেখেছে। তবে এই নারীরা অধিকাংশই বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্তা। প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব এসব নারী ও তাদের শিশুদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের ভাতাসহ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে।

ফুটপাতবাসীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমত নারীদের অভীষ্ট লক্ষ্য শ্রেণি (target group) হিসেবে নির্ধারণ করে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করলে তা কার্যকর পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হবে।

নারীরা পুরুষদের তুলনায় দেড়গুণ বেশি দীর্ঘমেয়াদি রোগে বা অসুস্থতায় ভুগে থাকে। এইসব দরিদ্র নারীদের নিজ এলাকা/গ্রামে ফিরিয়ে এনে সংকটকালে স্ব-সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সহায়তা করলে তারা উপকৃত হতে পারে। এসব নারীদের তথ্যাবলি নথিভুক্ত করে এবং তাদের বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব ও নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবেলা করা যেতে পারে। এই বিশেষ পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তারা আশ্রয়ের জন্য গৃহ পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং খাদ্যের যোগান পাবে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য ভারতের ল্যান্ডমার্ক বীমা প্রকল্প-রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা (Rashtriya Swasthya Bima Yojana) সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। এ ধরনের বীমা বা প্রকল্প বাংলাদেশের ফুটপাতবাসীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও শিক্ষণীয় একটি বিষয় হতে পারে।

বেশিরভাগ ফুটপাতের বাসিন্দারা শহরে স্থানান্তরে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পেছনে দুইটি মূল কারণ হিসেবে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে। তাদের নিজ এলাকাকে টার্গেট করে সেখানে জীবনমান উন্নয়নের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে অভিবাসনের এই বাহ্যিক প্রবাহ বা অভিবাসন প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যারা অর্থনৈতিক কারণে শহরে অভিবাসন করেছিল তারা দ্বিগুণ সন্তুষ্ট ছিল তাদের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে (কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল) যদিও তাদের অন্যান্য প্রত্যাশা/চাহিদা যা অ-অর্থনৈতিক বিষয়ভুক্ত তা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি তা সত্ত্বেও। এর কারণ হতে পারে শহরের জীবনে জটিল সামাজিক সমস্যাগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান যেমন যতটা সহজে পাওয়া যায় না, তেমনি উপার্জনের বেলায় ততটাই সহজে সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। ৩৬-৫৯ বয়সী ফুটপাতের বাসিন্দাদের মধ্যে তাদের চাইতে বয়স্কদের তুলনায় নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির পরিমাণ তিনগুণ বেশি লক্ষ করা যায়। এটি হয়তোবা পারিবারিক দায়িত্ব যেখানে সন্তান-সন্ততি রয়েছে এবং সম্ভবত তাদের বর্ধিত পরিবার যেমন: পিতামাতা, উচ্চ আয়ের বোঝা/চাপ ইত্যাদি কারণে হতে পারে। আবার যারা গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠায় তাদের মধ্যে নিজেদের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি বেশি লক্ষ করা গেছে।

একসময় শহরের ফুটপাতের বাসিন্দারা স্বীকার করতো যে, তাদের পক্ষ থেকে যে উন্নত জীবনের আশা নিয়ে শহরে আসা হয়েছিল তা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না, তার চাইতে বড় ত্রুটি বা ভুল ছিল উচ্চ আয়ের উচ্চাশা করা। প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ ছিল বাসস্থান যেখানে খাদ্য সংকট, বেকারত্ব এবং নিরাপত্তার অভাব ছিল। বাস্তবে এই শহরের জীবন তাদের জীবনযাত্রাকে অভিবাসনের প্রথম কয়েক মাসের সময়টিতে দিন আনা-দিন খাওয়ার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। শহুরে জীবন যে উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে অর্ধেক বাসিন্দার দাবি ছিল ভালো আবাসনের ব্যবস্থা কেননা ফুটপাতের উপর জীবনযাপন করা তাদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। বাসিন্দাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নিজেদের ক্রয় করা খাদ্যের গুণগত মান নিয়ে মানসিক কষ্টে ছিল; এরপর রয়েছে বেকারত্ব এবং নিরাপত্তাহীনতা। অপছন্দনীয় ও যন্ত্রণাদায়ক গন্তব্যের অবজ্ঞা-অবহেলা থাকা সত্ত্বেও অর্ধেক ফুটপাতবাসী এই মহানগরেই থাকতে চায়। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ গ্রামে ফিরে যেতে রাজি আছে যদি পরিবারসহ জীবনধারণের মতো

পরিবেশ ও সকল সুযোগ-সুবিধা সেখানে পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, SSNP এর মাধ্যমে)। শহর যেসকল সুযোগ-সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নগদ অর্থ উপার্জনের সক্ষমতার সুযোগ তৈরি করা। তাদের মধ্যে অনেকের পরিবার নেই, আবার অনেকে নিজ পরিবার দ্বারা পরিত্যক্ত। সরকারের নিকট তাদের প্রত্যাশা হচ্ছে, তাদের জন্য বিশেষ করে বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মধ্যে একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কার বা কাদের সহায়তা প্রয়োজন তা চিহ্নিতকরণ এবং তাদেরকেই সহায়তা প্রদান করা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না কারণ দরিদ্র শ্রেণি সমজাতীয় বা এ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয় না। এটি কার্যকর করার জন্য আরও সংবেদনশীল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। শহুরে দরিদ্রশ্রেণির প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ করা হবে এমন একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার সুফল থেকে সবসময়ই তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে বরং তারা শহরের পরিবেশে এক প্রকার আবৃত অবস্থায় থাকে। নিরাপদ সুরক্ষা স্কীম একটি বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক স্থিতিশীলতা দিতে পারে বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলের গ্রাম এলাকাগুলোতে।

যথাযথ তথ্যাবলি সরবরাহ ও প্রাপ্তিই হচ্ছে ফুটপাতে বসবাসকারীদের গ্রামে থাকতে অনুপ্রেরিত করার মূল চাবিকাঠি। দুই-তৃতীয়াংশ বলেছে যে, তারা এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শহরে চলে এসেছে। শহরের দরিদ্রদের ফুটপাত জীবনের বাস্তব চিত্র জারি-গান (ঐতিহ্যবাহী লোক সঙ্গীত) এবং জনপ্রিয় নাট্যদলের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্যগুলি যদি উপস্থাপন করা যায়, তাহলে সম্ভাব্য অভিবাসীদের অভিবাসনের ইচ্ছা দমন করা সম্ভব হতে পারে।

২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয়ভাবে শহুরে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ দরিদ্রশ্রেণিকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তবে ফুটপাতে বসবাসকারীদের সংখ্যা বিবেচনায় এই লক্ষ্যমাত্রা বেমানান। তাই শহরের এই সমস্যা মোকাবেলায় একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার।

এই সমীক্ষায় ফুটপাতের বাসিন্দাদের প্রতিদিনের জীবনে যে কঠোর ও অসম্ভব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় তার চিত্র বা আভাস ফুটে উঠেছে। গৃহহীনতা মানুষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সমস্যা বিরাজমান রয়েছে, কিন্তু এ তথ্যগুলো নথিভুক্ত হয় না। এই সমীক্ষায় আমরা গত তিন দশকের তথ্যগুলি একত্রিত করেছি এবং কেস স্টাডি ও ডকুমেন্টেশনের সহযোগিতা নিয়ে ফুটপাতবাসীর সমস্যাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। এই সমস্যাগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে যেসকল সংবেদনশীল নীতিমালা রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশ এখানে করা হয়েছে।

এখানে ফুটপাত বাসিন্দাদের জীবন প্রসঙ্গে একটি বিশ্লেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রমাণাদিভিত্তিক এ প্রবন্ধটি ফুটপাতবাসীর কর্মসংস্থান ও রুটি-রুজি সংক্রান্ত অবস্থার উন্নয়নের

ক্ষেত্রে নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা করতে পারে বা নীতিগুলি হালনাগাদ করা যেতে পারে, যাদের জন্য সরকারি বরাদ্দ বরাবরই অপর্যাপ্ত থাকে। এ সমীক্ষায় ফুটপাতবাসীর প্রকৃত ও বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার উপযোগী নীতিমালা নির্ধারণ ও পরিচালনার মাধ্যমে তাদের উপকৃতকরণ বা তাদের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় এবং যথাযথ নীতিগুলোর মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এ সমীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬। উপসংহার

এই প্রবন্ধে গত তিন দশকে ঢাকার ফুটপাত বাসিন্দাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত অপরিবর্তিত কঠিন জীবনযাপন পরিস্থিতি এবং এই সমস্যাটি কার্যকরভাবে দূর করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিগুলোর অপর্যাপ্ততার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও গত তিন দশকে ফুটপাতবাসীর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে তথাপি বিদ্যমান সমস্যাগুলি পূর্বের চাইতে প্রকট বলে মনে হচ্ছে। এই প্রবন্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা সম্মুখীন সমস্যা বা সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আবাসনের অপর্যাপ্ততা, চাকুরিপ্রাপ্তির সীমিত সম্ভাবনা এবং অপর্যাপ্ত সামাজিক সহায়তা। পাশাপাশি এই সমস্যাগুলো মোকাবেলায় যথাযথ কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা পন্থা অবলম্বন করা যা শুধু সরকারের উপর দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করবে না বরং এ সমস্যা সমাধানে সক্ষম এবং এ বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে এ সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধানে কীভাবে আসা যায় তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ফুটপাতবাসীর জীবনমান উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব তা এখানে বলা হয়েছে। এই গবেষণা-প্রবন্ধটিতে শহরের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিমালাগুলোকে পুনরায় বিবেচনা করে যুগোপযোগী করে তোলা এবং সেইসাথে শহরের দরিদ্রশ্রেণির জন্য কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণমূলক নীতি নির্ধারণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, S. M., Hossain, S., Khan, A. M., Islam, Q. S., & Kamruzzaman, M. (2011). *Lives and livelihoods on the streets of Dhaka city: Findings from a population-based exploratory survey.* BRAC, Research and Evaluation Division. Dhaka: BRAC.

BBS. (1999). *Census of slum areas and floating population 1997.* Bangladesh Bureau of Statistics.

BBS. (2015). *Census of slum areas and floating population 2014.* Bangladesh Bureau of Statistics.

BBS. (2015). *Population and housing census 2011, National report, Volume-1.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

BBS. (2019). *Report on the household income and expenditure survey 2016.* Bangladesh Bureau of Statistics.

BBS. (2022). *Population and housing census 2022-Preliminary report.* Bangladesh Bureau of Statistics.

Begum, A. (1997). *The socio-economic condition of pavement dwellers of Dhaka city.* BIDS.

Begum, A. (1999). *Destination Dhaka urban migration: Expectations and reality.* Dhaka: University Press Ltd.

Begum, A. (2007). Urban housing as an issue of redistribution through planning? The case of Dhaka city. *Social Policy & Administration, 41*(4), 410-418.

Brewer, E. W., & Kuhn, J. (2010). Causal-comparative design. In E. W. Brewer, *Encyclopedia of research design-Volume 1* (pp. 124-131). SAGE.

Busch-Geertsema, V., Culhane, D., & Fitzpatrick, S. (2016). Developing a global framework for conceptualising and measuring homelessness. *Habitat International, 55*, 124-132. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2016. 03.004

Chaudhuri, S. (2013). Living at the edge: A socio-economic profile of Kolkata's poor. *South Asian Survey, 20*(1), 44-58. doi:10.1177/0971523114559814

Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques.* John Wiley & Sons.

Devereux, S., & Shahan, A. (2019). *Improving the lives of the urban extreme poor (ILUEP): Understanding urban livelihood trajectories in Bangladesh.* Research Report for Concern Worldwide: Round 2. UK Institute of Development Studies (IDS).

GED. (2020). *8th five-year plan.* General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission.

Ghosh, S. (2019). Understanding homelessness in neoliberal city: A study from Delhi. *Journal of Asian and African Studies, 1*(13). doi:10.1177/0021909619875775

Goel, K., & Chowdhary, R. (2018). Living homeless in urban India: State and societal responses. In: *Faces of homelessness in the Asia Pacific* (pp. 47-63). Routledge.

Hossain, S. (2007). Poverty and vulnerability in urban Bangladesh: The case of slum communities in Dhaka City. *International Journal of Development Issues, 6*(1), 50-62.

Huda, N. (2014). Food security among pavement dwellers in Dhaka city. *World Vision, 8*(1), 46-59.

Islam, N., Islam, M. M., Rahman, M. A., & Morshed, K. (2019). *Universal health coverage of street dwellers/floating population in Bangladesh: Exploring health care seeking behaviour.* BRAC.

Koehlmoos, T. P., Uddin, M. J., Ashraf, A., & Rashid, M. (2009, August). Homeless in Dhaka: Violence, sexual harassment, and drug-abuse. *Journal of Health, Population and Nutrition, 27*(4), 452-461. doi:https://doi.org/10.3329/jhpn.v27i4.3389

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography, 3*(1), 47-57. doi:https://doi.org/10.2307/2060063

Majumder, P. P., Mahmud, S., & Afsar, R. (1996). *The squatters of Dhaka city: Dynamism in the life of Agargaon squatters.* The University Press Limited.

Mohit, M. A. (2012). Bastee settlements of Dhaka City, Bangladesh: A review of policy approaches and challenges ahead. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 36*, 611- 622.

Nicolas, J., & Gray, M. (2018). A unique sustainable livelihoods strategy--How resilient homeless families survive on the streets of Metro Manila, Philippines. In *Faces of homelessness in the Asia Pacific* (pp. 111-132). Routledge.

Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. *The Qualitative Report, 12*(2), 2081-316. doi:10.46743/2160- 3715/2007.1638

Patnaik, B. C. (2014). Determinants of migration- A review of literature. *Online International Interdisciplinary Research Journal*, 2249-9598.

PIB. (2021). *House for homeless.* Retrieved from Press Information Bureau, India: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID= 1783924#:~: text=As%20per%2 0information%20provided%20by,8%2C 34%2C692%20from%20rural%20areas.

Qiu, D., & Zufferey, C. (2018). Homelessness in China. In *Faces of homelessness in the Asia Pacific* (pp. 28-46). Routledge.

Rahman, M., & Hasan, M. M. (2022). Pavement dweller center (PDC) – An innovative one-stop service for homeless people: The case of Sajida Foundation's Amrao Manush Project. *Community Development*. doi:10.1080/15575330.2022.2028300

Shil, S., Islam, M., Rahman, M., Haque, M., Hossain, M., & Rasul, I. (2013). *Parliamentarians can make the difference: Pavement dwellers' right to survive.* Dhaka: All-Party Parliamentary Group (APPG), Bangladesh Parliament.

Speak, S. (2019). The state of homelessness in developing countries. *United Nations expert group meeting on* Affordable housing and social protection systems for all to address homelessness. Nairobi. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2019/05/ SPEAK_Suzanne_Paper.pdf

The World Bank. (2022). *World development indicators.*

Thompson, S. K. (2012). *Sampling.* John Wiley & Sons.

Tune, S., Hoque, R., Naher, N., Islam, N., Islam, M. M., & Ahmed, S. M. (2020). Health, illness and healthcare-seeking behaviour of the street dwellers of Dhaka city, Bangladesh: Qualitative exploratory study. *BMJ Open*. doi:10.1136/bmjopen-2019-035663

Uddin, M. J., Koehlmoos, T. P., Islam, Z., Saha, N. C., Khan, I. A., & Quaiyum, M. A. (2010). *Strategies for providing essential healthcare services to urban street-dwellers in Bangladesh.* ICDDR,B.

Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong city. *Journal of Urban Management, 7*(1), 32-42. doi:https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.002

Zufferey, C., & Yu, N. (2018). A portrait of homelessness in the Asia Pacific. In C. Zufferey, & N. Yu, *Faces of homelessness in the Asia Pacific.* Routledge.